†mB wew`kv GB wew`kv

মহিউদ্দিন নিলয়

‘আমাকে নিয়ে হয়তো কাগজে কোনো খবর দেখলো পিটার। তারপরই আমাকে ফোন করে বলবে, কুল-ডাউন, তুমি এখন বিদিশা উইসন নও, বিদিশা এরশাদ। তুমি আগের মতো করে চলাফেরা করবে, তোমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, তুমি যেখানে-সেখানে বসে আইসক্রিম খাবে, গল্প করতে বসে যাবে- এটা তো এখন করতে পার না। এই কথাটা পিটার ইদানীং সব সময় স্মরণ করিয়ে দেয়।’ গত ২২ মার্চ ২০০২-এ প্রকাশিত সাপ্তাহিক ২০০০-এর এক সাক্ষাৎকারে বিদিশা এ কথাগুলো বলেছিলেন।

পিটার বিদিশার প্রথম স্বামী। তাদের বিয়ে হয়েছিল কৈশোরে। দু’টি সন্তানও আছে তাদের। তারপর বিদিশা বিয়ে করেছেন এরশাদকে। এরশাদকে বিয়ে করে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন, হঠাৎ করেই। এসেছেন মিডিয়ার আলোচনায়। এই আলোচনার পরিণতি কী হতে পারে তারই একটা ইঙ্গিত আছে পিটারের কথায়। পিটার এতো আগে কেন এমন ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলেছিলেন? বিদিশা যাকে বিয়ে করেছেন সেই স্বৈরশাসক এরশাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের মানুষ খুব ভালো করে জানেন। এ কথা কি জানতেন ভিনদেশী পিটারও? নিশ্চয় জানতেন। দেশে এবং বিদেশে অর্থ ও নারী বিষয়ে এতো অপকর্মের নমুনা এরশাদ রেখে গেছেন, যাতে তার সম্পর্কে না জানারও কারণ নেই।

পিটারের সতর্কবাণী কোনো কাজে আসেনি বিদিশার। এরশাদের ধুরন্ধর প্রতারণার কাছে তিনি অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন। এরশাদ সকালে বিদিশাকে ভাত খাইয়ে দিয়েছেন, নিজ হাতে আম কেটে খাইয়ে দিয়েছেন, আবার বিকেলে তার নামে কথিত চুরির মামলা দিয়ে পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছেন। এই একটি বিষয় থেকেই মানুষরূপী স্বৈরশাসকের ভয়াবহতা বোঝা যায়। বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছেন যে মানুষটি, তার নাম এরশাদ। সেই এরশাদের ফাঁদে পড়েছেন বিদিশা।

স্ত্রীকে তালাক দিয়ে ৬ জুন তিনি গেছেন সৌদি আরবে পাপমোচন করতে। ওমরা হজ পালন করবেন। যাবার আগে গোপনে বিদিশার নামে আরেকটি মামলা করে গেছেন। এটা ডাকাতির মামলা। আগে দায়ের করা দু’টি মামলায় জামিন পাওয়ার পর বিদিশাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে

এ কথা যেকোনো শিশুও বুঝবে যে, বিদিশা যা কিছু করেছে এরশাদের কারণে করেছে। সেই এরশাদের জন্যে সৌদি রাজপ্রাসাদ আর বিদিশার জন্যে থানার হাজত! সরকারের রঙ্গলীলা বোঝা বড়ই ভার!!

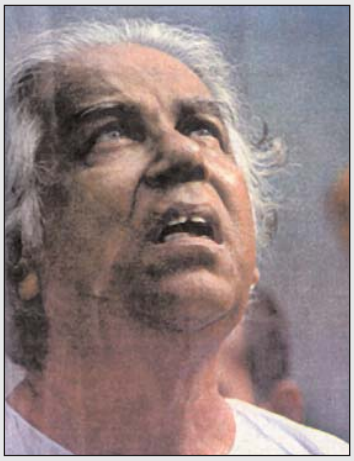

‘আমার লেখা গণসংগীত গেয়ে মান্নান ভূঁইয়ারা সত্তর দশকে আন্দোলন করেছে। এখন তাদের সরকার আমার মেয়ের ওপর নির্দয় আচরণ করছে’

কবি আবু বকর সিদ্দিক
বিদিশার বাবা

wj‡L‡Qb e`i“j Avjg bwej

বিদিশা, মণিষা, তৃষা, বিপাশা, সাম্য ও পিয়াসা এই ৬ সন্তান এবং স্ত্রী আনোয়ারা সিদ্দিক- এই নিয়ে কবি আবু বকর সিদ্দিকের পরিবার। মেঝ মেয়ে মণিষা অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে এবং চতুর্থ মেয়ে বিপাশা যুক্তরাজ্যে থাকেন। তৃতীয় মেয়ে তৃষা থাকেন উত্তরায় স্বামী সন্তান নিয়ে। স্ত্রী আনোয়ারা সিদ্দিক ছোট মেয়ে পিয়া ও ছেলে সাম্যকে নিয়ে থাকেন রাজশাহীতে। আর গৃহকর্তা থাকেন রাজধানীর মালিবাগ চৌধুরী পাড়ায় একটি ফ্ল্যাটে।

পাঁচতলা ভবনের নিচতলার মাঝারি আকারের এই ফ্ল্যাটটিতে ঢুকলে মনে হবে কোনো লাইব্রেরিতে ঢুকে পড়েছেন। তিন কক্ষবিশিষ্ট ফ্ল্যাটটির বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে আছে বইয়ের শেল্‌ফ। শেল্‌ফে থরে থরে সাজানো বই। গৃহকর্তা জানালেন, তাঁর বেশ কিছু বই রয়ে গেছে রাজশাহীতে, ট্রাকে জায়গা হয়নি বলে আনতে পারেননি। ৬ সন্তানের বাবা তিনি। স্ত্রীও জীবিত। তবু ও সবাইকে ছেড়ে একরকম নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করেন। বই পড়া আর লেখালেখিতেই তার সময় পার হয়ে যায়। বেশ কয়েক বছর ধরে কবি আবু বকর সিদ্দিকের প্রধান ঠিকানা মালিবাগের এই ফ্ল্যাটটি হলেও মাঝে মাঝে তিনি পর্যটনে যান। হঠাৎ করে ভারত বা দেশের মধ্যেই কোথাও চলে গেলেন। আর ফেরার নাম নেই। পরিবারের কেউ বলতে পারেন না তিনি কোথায়, কিভাবে আছেন। তাঁর এই কবিসুলভ খেয়ালিপনার জন্যই পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অনেকটা শিথিল।

তবে সম্পর্ক একেবারেই বিচ্ছিন্ন ছিল বড় মেয়ে বিদিশার সঙ্গে। ২০০০ সালে স্বৈরশাসক এরশাদকে বিয়ে করার পর অভিমান করে আর মেয়ের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখেননি। মাঝখানে একবার অসুস্থ হলে এরশাদ তাঁকে দেখতে এসেছিলেন। কিন্তু মেয়েকে আসতে তিনি বারণ করেছিলেন। এভাবে বাবা ও মেয়ের বিচ্ছেদ চলেছে দীর্ঘ প্রায় ৬ বছর।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পরিবারটির সদস্যরা অনেকদিন পর এখন অনেক কাছাকাছি চলে এসেছেন বিদিশার গ্রেপ্তারের পর। চরম অনিশ্চয়তা আর আতঙ্কের মধ্যে আছেন পরিবারের প্রতিটি সদস্য। কেউ জানেন না কখন কী দুঃসংবাদ বা সুসংবাদ আসবে। এরশাদের ভণ্ডামি, পুলিশের হয়রানি, বিভিন্ন মহলের হুমকি আর ইনকিলাবসহ কিছু পত্রিকায় বিদিশাকে খারাপ প্রমাণ করার জন্য যে সব আপত্তিকর ছবি ছাপছে, তাতে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে পরিবারের সবার জীবন।

এ প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে কথা হয় আবু বকর সিদ্দিকের। ব্যথিতচিত্তে তিনি বলেন, ‘ছাত্র অবস্থায় আমি বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। এর পরে কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস লিখে বাম আন্দোলনকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছি। নব্বইয়ের দশকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে শরিক ছিলাম কবিতা পরিষদের ব্যানারে। যার বিরুদ্ধে রাজপথে আন্দোলন করেছি তাকেই যখন আমার মেয়ে বিয়ে করলো আমি মেনে নিতে পারিনি। আমি শিক্ষক মানুষ। মেয়েকে বিয়েও দিয়েছিলাম এক অধ্যাপকের সঙ্গে। কিন্তু বিয়েটা টেকেনি। তারপর যখন এরশাদের সঙ্গে বিয়ে হলো আমি মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছিলাম। অথচ আমার এই মেয়ে জন্মের পরপরই ভীষণ অসুস্থ ছিল। টানা চারদিন আমি আমার কোলের মধ্যে রেখেছিলাম। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ওকে কোলে নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে ৪-৫ মাইল রাস্তা পাড়ি দিয়েছি। আমার সেই সন্তানের ওপর যখন অন্যায় ভাবে নির্দয় নির্যাতন শুরু হলো তখন আমি আর চুপ থাকতে পারলাম না।’

মেয়েকে ছাড়ানোর জন্য কিভাবে চেষ্টা করছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘বিদিশাকে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়ার পর দু’বার আমি এরশাদের কাছে গিয়েছি। জানতে চেয়েছি, আমার মেয়ের কী অপরাধ? সে আমাকে ওয়াদা করেছিল মামলা তুলে নিয়ে ওকে ছাড়িয়ে বিদেশে

এই ডাকাতি মামলায়। ‘হিপোক্রেসি’ কী এবং কত প্রকার? এর এক কথায় উত্তর- ‘এরশাদ’।

নির্লিপ্ত, নির্বিকার সরকার হঠাৎ করেই ‘বাহাদুর’ হয়ে উঠেছে। দেশ গেলো দেশ গেলো বলে ক্ষেপে উঠেছে বিশাল মন্ত্রিপরিষদ। পত্রিকাগুলো মেতে উঠেছে বিদিশা বাণিজ্যে। বিশেষ করে রাজাকার মৌ-লোভীর মৌলবাদী পত্রিকা সবার চেয়ে এগিয়ে আছে প্রতিযোগিতায়। তারা বিদিশার স্কার্ট এবং বিকিনি পরা ছবি ছাপছে। প্রমাণ করার একটা জোর প্রচেষ্টা এই যে, বিদিশা কত খারাপ মেয়ে।

বিদিশার কৈশোরে বিয়ে হয়েছে একজন বিদেশীর সঙ্গে। তার জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে ইউরোপে। বন্ধু-বান্ধবের তালিকায় বিদেশীর সংখ্যাই বেশি। অশালীন বা অশ্লীল নয়। বরং খুবই স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকতার বিষয়টিই যেন ভুলে গেছে মিডিয়া।

সরকার বলছে, বিদিশা সরকার পতনের ষড়যন্ত্র করছিলেন। ধরে নিলাম অভিযোগটি সত্য। তাহলে প্রশ্ন আসে, এই ষড়যন্ত্র কি বিদিশা একা করছিলেন? এখানে এরশাদের ভূমিকা কি ছিল? এ কথা যেকোনো শিশুও বুঝবে যে, বিদিশা যা কিছু করেছে এরশাদের কারণে করেছে। সেই এরশাদের জন্যে সৌদি রাজপ্রাসাদ আর বিদিশার জন্যে থানার হাজত! সরকারের রঙ্গলীলা বোঝা বড়ই ভার!!

শৈশবে সাধারণ গ্রামীণ বালিকার মতোই বেড়ে ওঠেন বিদিশা। ঘুরে বেড়িয়ে, গাছে চড়ে ও দৌড়-ঝাঁপ করেই কেটে যেত সময়। বাবা আবু বকর সিদ্দিক দেশের একজন নামকরা কবি। সে সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসেই থাকতেন তারা। তার বাবার কাছে দেশী-বিদেশী অনেকেই আসতেন। এদের একজন পিটার ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারি শিক্ষক। তার বাবার কাছে আসতেন বাংলা শিখতে। ৮ বছর বয়স থেকেই বাবার এই ছাত্রকে চিনতেন বিদিশা। ১৫ বছর বয়সে সেই চেনা পিটারের সঙ্গেই বিয়ে হয় তার। মাঝখানের সময়টাকে নিয়ে অনেকেই প্রেমের গল্প বানিয়েছেন। অনেকটা ‘ন হন্যতে’ কিংবা ‘লা নুই বেঙ্গলী’ উপন্যাসের প্রেমের মতো। এ নিয়ে ২০০২ সালে সাপ্তাহিক ২০০০কে দেয়া সাক্ষাৎকারে বিদিশা বলেন, ‘আম গাছে বসে ছিলাম। বাবা গাছ থেকে নেমে জামা-কাপড় পরতে বললেন, পরলাম। নিয়ে এলেন ঢাকায়। কোথা থেকে কি হয়ে গেলো, বিবাহিত হয়ে গেলাম। চলে গেলাম লন্ডন। আমার সব কৈশোর ছিনতাই হয়ে গেল। যখন চিন্তা করার সময় এসব (প্রেম) নিয়ে, সে সময় কেটেছে বিদেশে। তাই স্বপ্নপুরুষ নিয়ে ভাববার সময় পাইনি।’

পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরেই শুনি বিদিশাকে আদালতে নেয়া হয়েছে রিমান্ডে নেয়ার জন্য। আমি দৌড়ে গেলাম আদালতে। স্পাইনাল কর্ডের সমস্যাক্রান্ত মেয়েটিকে যেভাবে টেনে হিঁচড়ে পুলিশ আদালতে আনলো, তা সহ্য করার মতো নয়। আদালতের কাঠগড়ায় এসেই ও বেহুঁশ হয়ে পড়লো। প্রথমবার গ্রেপ্তার করে থানা-হাজতে রাখা হয়েছিল নোংরা মেঝের ওপরে। কোনো পাটি, বিছানা এমনকি বালিশও দেয়া হয়নি। মাথার নিচে স্যান্ডেল রেখে আমার অসুস্থ মেয়েটি ঘুমিয়েছিল। পাশেই একটি নোংরা ল্যাট্রিন। ও কি ওই পরিবেশে থাকার মতো মেয়ে?' বলতে বলতে আবু বকর আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

'আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম আমার মেয়ে বাঁচবে না। পিজি হাসপাতালেই প্রথম বিদিশার সঙ্গে আমার কথা হয়। ও কাঁদতে কাঁদতে আমার হাত চেপে ধরে বলে, 'বাপি, আমাকে মাফ করে দাও।'

বিদিশার এই পরিণতি কেন হলো বলে আপনি মনে করছেন?

'আসলে রাজনীতির নোংরা খেলার শিকার আমার মেয়ে। গোটা খেলাটা নীতিহীন, রুচিহীন রাজনীতির। এই খেলায় আমি খুবই অযোগ্য খেলোয়াড়, বললেন আবু বকর সিদ্দিক। 'স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে জাগরণী গণসংগীত লেখার অপরাধে দু'বার পাকবাহিনীর হাতে মার খেয়েছি। আমার ডান হাত দিয়ে আজো স্বাভাবিকভাবে কলম ধরতে পারি না। অনেক ত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া বাংলাদেশে আমি বড়ই মিসফিট, বড় নিঃসঙ্গ। প্রত্যেক কেবিনেটে আমার ৪-৫ জন ছাত্র থাকে। দুলু, পটলরাও আমার ছাত্র। সত্তর দশকে মান্নান ভূঁইয়ারা মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আন্দোলন করেছে আমার লেখা গণসংগীত গেয়ে। অথচ আজ আমার মেয়ের ওপরে অত্যাচার হচ্ছে আর ওনারা সব ভুলে তা দেখছেন। শিবপুরে কৃষক সম্মেলনে মাওলানা ভাসানীর পিঠের ওপরে কাগজ রেখে গণসংগীত লিখেছি, আর মান্নান ভূইয়া সামনে পতাকা নাড়িয়েছিল। আমার লেখা 'বেরিকেড, বেওয়নেট, বেড়াজাল/পাঁকে পাঁকে তড়পায় ক্ষমতা', 'বিপ্লবের রক্ত রাঙা ঝাণ্ডা ওড়ে আকাশে', 'সর্বহারা জনতার জিন্দাবাদ বাতাসে' ইত্যাদি গণসংগীত গেয়ে ওনারা আন্দোলন করেছেন।

আদালত থেকে বেরিয়ে আসছেন বিদিশার দুই বোন মনিষা, তৃষা ও বাবা আবুবকর সিদ্দিক

জানতে চেয়েছিলাম কিভাবে বিদিশা রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল। আবু বকর সিদ্দিক বললেন, 'এরশাদই আমার মেয়েকে রাজনীতিতে টেনে এনেছিল তার নিজের স্বার্থে, নিজের প্রয়োজনে। ও তো রাজনীতি করা মেয়ে নয়। ও একটু ফূর্তিবাজ মেয়ে, আনন্দে থাকতে, হৈ হল্লা করতে পছন্দ করে। যে সব অভিযোগ ওর বিরুদ্ধে করা হয়েছে তা করার মেয়ে ও নয়।'

সম্প্রতি দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় বিদিশার আপত্তিকর ছবি ছাপা প্রসঙ্গে তার পিতা বলেন, 'যখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে, তখন আমি এক ব্রিটিশের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছিলাম। বিদিশা ওখানেই ঐ সংস্কৃতিতে বড় হয়েছে। সেখানে একটি মেয়ে ওরকম পোশাকে সমুদ্র পাড়ে থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ইনকিলাব তো ইসলামী পত্রিকা। ওরা কিভাবে এই ছবি ছাপলো?' বলতে বলতে গলা যেন ধরে এলো তাঁর।

বিদিশাকে নিয়ে এরশাদের ও সরকারের যে নির্লজ্জ ও অমানবিক আচরণ, তা একজন অসহায় নারীর ওপর একইসঙ্গে পশুতুল্য পুরুষের বর্বরতা এবং রাষ্ট্রের মদদপুষ্ট নির্যাতন হিসেবেই প্রকাশ পেয়েছে। চরম স্বার্থপর এরশাদের বিবেকবর্জিত আচরণ সারাদেশের মানুষকে আরো একবার স্তম্ভিত করেছে। আর একজন নারী সরকার প্রধান থাকার পরও 'বিদেশী অর্থে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত' থাকার হাস্যকর অভিযোগ তুলে রাষ্ট্রযন্ত্রের নিপীড়ন মানুষকে চরমভাবে ক্ষুব্ধ করেছে। এরশাদের অপরাধের দায় কেন বিদিশার ওপর পড়বে? বিদিশার বাবা-মা ও ভাই-বোনদের কি অপরাধ? রাষ্ট্র ও সরকার কি নিজেদের স্বার্থে ব্যক্তি ও পরিবারের সীমারেখায় হস্তক্ষেপ করেই চলবে?

এই লেখা প্রেসে যাওয়ার একেবারে শেষ মুহূর্তে টেলিফোনে কথা হলো আবু বকর সিদ্দিকের সঙ্গে। তখন তিনি কোর্টের বারান্দায় দাঁড়ানো। এরশাদ ৬ জুন সৌদি আরব যাওয়ার আগে বিদিশার নামে একটি ডাকাতির মামলা দিয়ে গেছেন। একথা বলতে গিয়ে তার কণ্ঠ থর থর করে কাঁপছিল। বারবার বলছিলেন... মানুষ কত খারাপ হতে পারে... তার গলার স্বর ক্রমেই ম্লান হয়ে আসছিল। তিনি কথা বলতে পারছিলেন না...।

বিয়ের পরপর স্বামী পিটারের সঙ্গে বিদিশা ইংল্যান্ডে চলে যান। লন্ডনে এ লেভেল এবং ও লেভেল শেষ করেন। তারপর চলে আসেন সিঙ্গাপুরে, ফিজিওথেরাপির ওপর পড়াশোনা শুরু করেন। মন না বসায় শেষ করতে পারেননি। এরপর ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের ওপর পড়াশোনা শুরু করেন 'লাসাল ইন্টারন্যাশনালে'। 'লাসাল' হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাশন ইনস্টিটিউট। পারিবারিকভাবে পিটাররা ছিল বেশ ধনী। ধনী পরিবারের বউ পিটারের দেয়া স্বাধীনতায় মিশে যান পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে। বন্ধু-বান্ধব, বাইরে রাত কাটানো, ডিস্‌কোতে যাওয়া তার প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত হয় স্বাভাবিকভাবেই।

১৯৯৬ সালে দেশে ফিরে আসেন বিদিশা। তিনি তখন ব্রিটিশ নাগরিক পিটারের স্ত্রী। গুলশানে বাড়ি ভাড়া করে একা থাকেন। আজিজ মোহাম্মদ ভাই থেকে শুরু করে অনেক বিদেশী রাষ্ট্রদূত তখন যাতায়াত করতেন তার ফ্ল্যাটে। জন্মসূত্রে বাংলাদেশী হলেও মূলত ব্রিটিশ নাগরিক। পোশাক এবং চলাফেরায় পশ্চিমা সংস্কৃতির ছাপ ছিল স্পষ্ট। ফরাসি দূতাবাসের একটি পার্টিতে বিদিশার সঙ্গে এরশাদের দেখা হয়। ফরাসি রাষ্ট্রদূতই দু'জনকে পরিচয় করিয়ে দেন। তখন থেকেই পাকা শিকারী এরশাদের টার্গেটে পরিণত হন তিনি। বিদিশার দোকান ইজাবেল এবং বাসায় মাঝে মাঝেই আসতে থাকেন এরশাদ। দু'জনের ফোনালাপ চলতে থাকে। এর মাঝে এক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হন বিদিশা। এরশাদের খোঁজ-খবর নেয়া বেড়ে যায়। বেড়ে যায় দু'জনের সম্পর্কের গভীরতা। এক সময় বিয়ে করেন। এটা ২০০০ সালের ঘটনা। কিছুদিন লুকোচুরির পর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন এরশাদ। জন্ম নেয় তাদের সন্তান এরিক। এরশাদ-বিদিশার সুখের সংসার চলতে থাকে। বিদিশার আগ্রহ না থাকলেও হঠাৎ করেই তাকে রাজনীতিতে নিয়ে আসেন এরশাদ। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই করেন দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য। দলের অভ্যন্তরীণ গুঞ্জন উপেক্ষা করে মানচিত্র নামের অফিস করে দেন বিদিশাকে। এরশাদের পরামর্শে ক্রমেই রাজনীতিতে এগিয়ে যান বিদিশা। নাজিউর রহমান মঞ্জুর বিজেপি থেকে কাজী ফিরোজ রশীদকে দলে নিয়ে আসেন তিনি। জাতীয় পার্টির আন্তর্জাতিক যোগাযোগটাও রক্ষা করেন দক্ষতার সঙ্গে। এভাবে এরশাদের ফাঁদে পড়ে ক্ষমতাধরদের অপছন্দের তালিকায় চলে যায় বিদিশার নাম। শুরু হয় সার্বক্ষণিক নজরদারি। মেরুদন্ডের ব্যথায় অসুস্থ হয়ে শিকদার মেডিকেলে ভর্তি হলেন বিদিশা। প্রতিদিন দু'বার করে হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ নেন এরশাদ। ভারত এবং পাকিস্তানের হাইকমিশনাররা দেখা করতে যান বিদিশার সঙ্গে। এরই মাঝে হঠাৎ করে জাতীয় পার্টি থেকে বিদিশাকে অব্যাহতির ঘোষণা দেন এরশাদ। অসুস্থ বিদিশা এটা মেনে নেন। ১০

বিদিশার কৈশোরে বিয়ে হয়েছে একজন বিদেশীর সঙ্গে। তার জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে ইউরোপে। বন্ধু-বান্ধবের তালিকায় বিদেশীর সংখ্যাই বেশি। অশালীন বা অশ্লীল নয়। বরং খুবই স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকতার বিষয়টিই যেন ভুলে গেছে মিডিয়া

জুন ২০০৫-এ প্রকাশিত সাপ্তাহিক ২০০০কে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আসলে আমি জানি না, কেন আমাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। আমার ভালোর জন্যই দেয়া হতে পারে। এতে ভালোই হয়েছে। পার্টিতে আমার দায়িত্ব রইলো না। ঘর-সংসার ভালো করে দেখতে পারবো। তবে আমার ধারণা, পার্টিতে আমার প্রতিপক্ষ রুহুল আমিন, কাজী জাফর আহমেদের চাপেই এরশাদ সাহেব এ কাজটি করতে পারে।'

মামলা-হামলা

পার্টি থেকে অব্যাহতি দেয়ার পর বিদিশা বিষয়টি থেমে থাকেনি। এরশাদ বিদিশাকে বিদেশ যাওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। রাজি হননি বিদিশা। এর মধ্যে প্রাথমিকভাবে তাকে নজরবন্দি করে সরকার। হাসপাতাল থেকে পালিয়ে বাসায় চলে আসেন বিদিশা। রাতেই তাকে গ্রেপ্তারের জন্য বারিধারার বাসায় যায় পুলিশ। আত্মহত্যা করার হুমকি দেন বিদিশা। ছেলে এরিককে নিয়ে লাফিয়ে পড়ার চেষ্টাও করেন। অবশেষে প্রায় ২ ঘণ্টার নাটকীয়তার পর এরশাদের দায়েরকৃত মামলায় গ্রেপ্তার হন বিদিশা। গুলশান থানায় সাধারণ কয়েদিদের সঙ্গে রাত কাটান। পরদিন আদালত থেকে রিমান্ডে পাঠানো হয় তাকে। বারিধারার জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেলে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। বেরিয়ে আসতে থাকে নানা তথ্য। পত্র-পত্রিকাগুলো সব তথ্য প্রকাশের পাশাপাশি বিদিশার

ব্যক্তিজীবন নিয়ে বাড়তি তথ্য ছাপাতে থাকে। অন্যদিকে বিদিশার রিমান্ড মঞ্জুর নিয়ে বিশেষজ্ঞ আইনজীবীরা সমালোচনা শুরু করেন। এরশাদের দায়ের করা মামলায় রিমান্ড কতোটা যৌক্তিক? রিমান্ডে দেশদ্রোহিতা নিয়ে প্রশ্ন কতোটা বাঞ্ছনীয়?

এরশাদ মামলার এজাহারে তাকে ও তার ছেলেকে হত্যার হুমকি, ভাঙচুর, প্রতারণা ও টাকা আত্মসাৎ এবং স্বর্ণালঙ্কার চুরির অভিযোগ করেছেন। বিশেষজ্ঞ আইনজীবীদের মতে, এই এজাহার ত্রুটিপূর্ণ। কেননা, এরশাদ এজাহারে বলেননি, কীভাবে বা কী বলে হত্যার হুমকি দিয়েছেন, কী কী মালামাল ভাঙচুর করেছেন, কীভাবে এরশাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন এবং সাড়ে ৭ লাখ টাকা কীভাবে আত্মসাৎ করেছেন। এরশাদ-বিদিশার বিয়ের কাগজপত্র নিয়েও দেখা দিয়েছে নানা বিভ্রান্তি। কেরানীগঞ্জ থানার তেঘরিয়া ইউনিয়নের পাইনার বাজার গ্রামের কাজী মাওলানা নাজিমউদ্দিনের রেজিস্ট্রি খাতায় দু'জনেরই রয়েছে তথ্য গোপনের রেকর্ড। এরশাদ অভিযোগ করে বলেছেন, পিটারকে তালাক না দিয়েই তাকে বিয়ে করেছে বিদিশা। এসব কিছুর ভিত্তিতে তাদের বিয়ে অবৈধ প্রমাণিত হয়। তাহলে তাদের এতো দিনের একসঙ্গে থাকাটা ব্যভিচার! বায়তুল মোকাররমের খতিব মাওলানা উবায়দুল হক বলেছেন, এটা হারাম। জেনাহ্। তাদেরকে দোররা মারতে হবে কিংবা বিচারের মাধ্যমে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। অন্যদিকে দেখা যায় এরশাদ-বিদিশার দাম্পত্য যদি ব্যাভিচার বলে গণ্য হয়, তাহলে এ সংক্রান্ত দন্ডবিধির ৪৯৭ ধারা অনুসারে নারীর শাস্তির বিধান নেই। অভিযুক্ত পুরুষ সর্বনিম্ন ৫ বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত হতে পারে। এদিকে এরশাদ-বিদিশার কাজীর বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কাজী সমিতির সভাপতি পীরজাদা কাজী সৈয়দ শরীয়তুল্লাহ তাকে অবৈধ রেজিস্টার বলেছেন।

বিয়ে এবং বিয়ের কাজীর বৈধতা নিয়ে সংশয়ের পাশাপাশি এরিকের পিতৃপরিচয় নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে কেউ কেউ। এদিকে মানবাধিকার এবং নারী সংগঠনগুলো বলছে, এরশাদ বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের কাছে এরিক সম্পর্কে যে বক্তব্য দিয়েছে তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার ও শিশু পাচারের মামলা হতে পারে। বিদিশাকে নির্যাতন সমগ্র নারী জাতির অসম্মান হিসেবে দেখছেন তারা।

বিদিশার টাকা-পয়সার হিসাব করা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে। এরশাদের সাড়ে ৭ লাখ টাকা আত্মসাতের সূত্র ধরে বেরিয়ে এসেছে বিদিশার ১০০ কোটি টাকার হিসাব! লন্ডনের ব্যাংক 'জিরো ক্রেডিট'-এ বিদিশার নামে (স্বামী হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ) যে অ্যাকাউন্ট আছে, তার নম্বর ৬৩৯১১৬৮। চলতি বছরের ১২ জানুয়ারি থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত এই অ্যাকাউন্টে লেনদেন হয়েছে

সাপ্তাহিক ২০০০-এ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বিদিশার সাক্ষাৎকারের উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতি

- এখন যদি পিতা হতে পারে তখন পারবে না কেন? এ বিষয়ে যদি কারো সন্দেহ থাকে যে, তিনি এই বয়সে পিতা হতে পারবে না তাহলে তারই এরশাদের কাছে যাওয়া উচিত। তাদের প্রেগন্যান্ট হওয়া উচিত। আর যারা প্রেগন্যান্ট হতে পারেনি, আমি জানি না তারা কেন হতে চায়নি।
- আমি প্রেসিডেন্ট এরশাদের বউ না, আমি একজন এরশাদের স্ত্রী। আমি এসেছি এরশাদের পড়ন্ত বেলায়। আর যেসব নারীরা এসেছে তারা কেউ এরশাদের বউ হতে পারেনি। আমি হয়েছি।
- এরশাদ রোমান্টিক মানুষ তার লাভিং এন্ড কেয়ারিং বৈশিষ্ট্য, কবিমন দেখে মুগ্ধ হয়েছি। এরশাদ আমাকে বলেছে সব বাদ দিয়েছি। তুমি আমার শেষ প্রেম, শেষ নোঙ্গর।
- শুক্রবার দিন জুম্মার নামাজের পর এরশাদ খুবই রোমান্টিক মুডে থাকে। পূর্ণিমা রাতে বারান্দায় বসে গল্প করি, আরে ভাই রোমান্সের সময় কি আর রাত দিন মাথায় থাকে? একসঙ্গে গল্প করি, নাস্তা করি, সময় কাটাই, কেটে যায় সবকিছু।
- আমার বন্ধুরা জানতো ওরা বলতো আমি ঠিক করছি না। আমাকে ঠকাবে। বন্ধুদের বলতাম ধ্যুর না, আমার তা মনে হয় না। ঠকানোর কি আছে?
- তিনি প্রায় প্রতিদিন আসতেন। কখনো খালি হাতে আসতেন না। কখনো মি. টুইস্ট, কখনো রজনীগন্ধা। এমনও দিন গেছে, এরশাদ ভোরে ভেজা রুমালে শিশির ভেজা শিউলি নিয়ে আসতো। কখনো বা সকালে উঠেই মিষ্টি পেতাম।
- কি যে বলেন না। আমাদের কি আর সংসার করার বয়স আছে। রাজনীতি যারা করে তারা সংসার করতে পারে না।
- সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা হচ্ছে আমি এখন বিদিশা এরশাদ। আমাদের দেশে ডিভোর্সি থাকার চেয়ে বিধবা হয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো।
- লোকটাকে ৪ বছর ধরে চিনি। ২ বছর বিয়ে করেছি- আমার সঙ্গে তিনি মিথ্যা কথা বলেন না। এরশাদের সবকিছু ওপেন আমার কাছে। কোনো মহিলা ফোন করলেও আমাকে বলে যে অমুক বা কেউ ফোন করেছিলেন।
- তিনি যখন জেলে থেকেছেন তখনো আমি প্রতিদিন গেছি তার সঙ্গে দেখা করতে। একটা বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে থাকতাম। কখনো সকালে কখনো বিকালে কখনো বা রাতে বৃষ্টিতে ভিজে আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম ঐ ছাদে। তিনি দেখতেন আমাকে।
- আমি রাজনীতিকে ঘৃণা করি। কোনো রকম আগ্রহ বা ইচ্ছাই আমার এ ব্যাপারে ছিল না। এখনো নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না।
- পিটারের সাহায্য ছাড়া আমি এখানে আসতে পারতাম না। আমার লেখাপড়ার হাতে খড়ি ওর কাছেই। আজকের যে বিদিশা তা পিটারের সৃষ্টি। আমার সবকিছুর পেছনেই রয়েছে তার অবদান।
- আমি টনিক। জাতীয় পার্টির নেতারা আমাকে দেখলে সতেজ হয়ে ওঠে।
- আমি যেন সাপ লুডু খেলছি। একবার উপরে উঠছি, আবার নেমে যাচ্ছি। আমার জাতীয় পার্টিতে উপস্থিতি অনেকের জন্যই ভীতি সৃষ্টি করে।
- আমার মনে হয় সংকীর্ণতা আমাদের নিমজ্জিত করে রাখছে। আমরা তো উন্নত দেশ দেখিনি। তাদের জীবন দেখিনি। আমরা যদি সবাই একবার উন্নত দেশগুলো ঘুরে আসতে পারতাম, তাহলে আমাদের মন বড় হতো। আমাদের দেশের মানুষের ব্রেক দরকার।
- তারেক, জয় তো ছেলে মানুষ। ওদের জন্য রাজনীতি করা সহজ। মেয়ে হিসাবে আমার জন্য অনেক অনেক কঠিন। তারপরে সবাই আমাকে ইয়ং মেয়ে মনে করে। আসলে আমি ইয়ং নই। আমি নানী হয়েছি।
- সারা জীবন ভালো পরেছি, ভালো খেয়েছি। আমি এসেছি মানুষকে দিতে। মানুষের কাছ থেকে নিতে নয়।
- এরশাদের সঙ্গে প্রায়ই মন কষাকষি হয়। আমাদের মধ্যে একটা জেনারেশন গ্যাপ আছে। এটা উপেক্ষা করে যে আমি এডজাস্ট করতে পেরেছি। তার কারণ একটাই, উনি অনেক মডার্ন মনের অধিকারী।
- উনি যদি স্বৈরাচারী কায়দায় পার্টি চালাতে চান, সংসার করতে চান, আমি মেনে নিবো না।
- ভারতে এদেশের কোন নেতা না যায়! ভারতের চাল-ডাল আমরা খাই। ওষুধ খাই। ভারতের গরুর মাংস ছাড়া চলে না। ভারতে গেলে এতো দোষ কিসের।
- পার্টির পক্ষ থেকে আমাকে সরকারের বিরুদ্ধে যে কথা বলতে বলা হয়, আমি সে কথাই বলি। অবস্থানগত কারণে এখন এরশাদ সাহেব এসব কথা বলতে পারছেন না। এগুলো আমার কোনো কথা নয়, এসব পার্টির কথা।
- তিনি তো আমার বড় বোন। তিনি এ কাজটি করতে পারেন না। তবে আমি শুনেছি আমাকে যাতে গ্রেপ্তার করা না হয় তার জন্য তিনি সরকারের সঙ্গে লবিং করেছেন।
- আমার সঙ্গে এরশাদের সম্পর্কের কোনো অবনতি হয়নি। এরশাদ তো রোজই আমাকে দেখতে দু'বার হাসপাতালে আসে। সবসময় খোঁজ খবর নেয়। আমার প্রতি তার ভালোবাসা শতভাগ অক্ষুণ্ন রয়েছে।
- খাজা বাবাই আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।

অস্বাভাবিক।

সাড়ে ৩ মাসে ১৬ লাখ ১০ হাজার ৩৫৩ পাউন্ড জমা পড়েছে এই অ্যাকাউন্টে। ১ পাউন্ড সমান ১২০ টাকা হলে বাংলাদেশী টাকায় এর পরিমাণ প্রায় ২০ কোটি টাকা। চীনের ওসিবিসি ব্যাংকের সিঙ্গাপুর শাখার অ্যাকাউন্ট নম্বর ১৫-৪০৪-এ বিভিন্ন তারিখে ৩ লাখ সিঙ্গাপুরি ডলার জমা হয়। এইচএসবিসি-এর লন্ডন, সিঙ্গাপুর ও ঢাকার শাখায় ৩টি অ্যাকাউন্ট, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড, ফার্স্ট সিকিউরিটি ও ওয়ান ব্যাংকে কয়েকটি অ্যাকাউন্টের সন্ধান পাওয়া গেছে। শুধু দেশের অ্যাকাউন্টগুলোতেই ৮০ কোটি টাকা আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ টাকা সব বিদিশার নয়। এরশাদের টাকা আছে বলেও মনে করছেন গোয়েন্দারা। ভারত থেকে বেশ মোটা অঙ্কের টাকা এসব অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে বলে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এরশাদের দায়েরকৃত মামলার সঙ্গে বিদিশার এই টাকা-পয়সার সম্পর্ক কোথায়? বিদিশার ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলো জব্দ করার ফলে তার ৩-৪টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লেন-দেন বন্ধ হয়ে আছে। এরশাদের দায়েরকৃত মামলাগুলো দুর্বল হওয়ায় এখন নতুন নতুন মামলা দাঁড় করানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে পাসপোর্ট জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন বিদিশা। এভাবে নানা রকম প্রহসন সাজিয়ে বিদিশার ওপর চালানো হচ্ছে রাষ্ট্রীয় নির্যাতন। গুরুতর অসুস্থ বিদিশাকে টানাহেঁচড়া করে থানা থেকে আদালত, আদালত থেকে কারাগার এবং সবশেষে হাইকোর্টের রায়ের ২৪ ঘণ্টা পর তাকে প্রিজন সেলে পাঠানো হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের ৪র্থ তলায় ধরাধরি করে তোলা হয় অসুস্থ বিদিশাকে। জনতা টাওয়ার দুর্নীতি মামলায় জেলে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে এই ফ্লোরেই ছিলেন এরশাদ। বিদিশার মেরুদন্ডের ব্যথা বেড়েছে। চোখ ফুলে গেছে, শরীরে মাঝে মাঝে খিঁচুনি হচ্ছে। চিকিৎসকরা শক্ত বিছানায় শোয়ার পরামর্শ দিয়েছেন কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। খাওয়ার পানির সঙ্কট। বিদিশার বোন মনীষা পানির ক্যান নিয়ে দেখা করতে চাইলে দেখা করতে দেয়া হয়নি। পানিও দেয়া হয়নি। খাবার দিতে দেয়া হয় না। ট্যাপের পানি পান করছেন বিদিশা। জেলকোডের বাধ্যবাধকতার কারণে রুমে কার্পেট বিছানো যাচ্ছে না। বিদিশার আইনজীবী কামরুজ্জামান আদালতে লিখিত অভিযোগে বলেছেন, রিমান্ডে নিয়ে বিদিশার চোখে কেমিক্যাল দেয়া হয়েছে। তাকাতে পারছেন না ঠিকমতো। অন্যদিকে আদালতের নির্দেশে ৭ দিনের বিশ্রামে থাকা বিদিশাকে হাসপাতালে

গুরুতর অসুস্থ বিদিশাকে টানাহেঁচড়া করে থানা থেকে আদালত, আদালত থেকে কারাগার এবং সবশেষে হাইকোর্টের রায়ের ২৪ ঘণ্টা পর তাকে প্রিজন সেলে পাঠানো হয়। বিদিশার মেরুদন্ডের ব্যথা বেড়েছে। চোখ ফুলে গেছে, শরীরে মাঝে মাঝে খিঁচুনি হচ্ছে। খাওয়ার পানির সঙ্কট। ট্যাপের পানি পান করছেন বিদিশা

জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি চেয়েছে জিআরও সাইরুল ইসলাম। এভাবে গ্রেপ্তার হবার পর থেকেই অসহায় ও মানবেতর জীবন-যাপন করছেন বিদিশা। তার পাশ থেকে সরে গেছেন অনেকেই। যারা এক সময় 'বিদিশা, বিদিশা' বা 'ছোট ম্যাডাম' বলে ঘুর ঘুর করতো, তারা ভোল পাল্টেছে। বিদিশা সমর্থিতরা পার্টিতে কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। অভিযোগ রয়েছে পার্টির মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদার বিদিশা নির্যাতনের কলকাঠি নাড়ছেন, তার সঙ্গে আছেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর। অনেকটা কৃতজ্ঞতাবোধ থেকেই বাবর সাহায্য করে যাচ্ছেন। বাবরের রাজনীতির হাতেখড়ি হয়েছিলো রুহুল আমিন হাওলাদারের কাছে এবং তার সাহায্যেই ঢাকায় গার্মেন্টস ব্যবসা শুরু করেন বাবর।

বিদিশাকে নিয়ে সরকারের ও এরশাদের এসব কর্মকান্ডের পাশাপাশি এক শ্রেণীর সংবাদপত্র বিদিশার ব্যক্তিগত জীবনাচার ও অতীতের বিভিন্ন ঘটনায় সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত খবর ছেপে প্রমাণ করার চেষ্টা চালাচ্ছে বিদিশা একজন 'চরিত্রহীন, বাজে মেয়ে মানুষ'। সরকারের আচরণেও মনে হচ্ছে বিদিশাকে 'বাজে মেয়ে' প্রমাণ করতে পারলে তাদের মামলার যৌক্তিকতা প্রমাণ হয়ে যায়। ভাবখানা এমন যে বাংলাদেশের কোনো মেয়ে কোনো মন্দ কাজ করলে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র সকল শক্তি দিয়ে নামবে। বলা হয়েছে 'জোট সরকারকে উৎখাতের জন্য বিদিশা বিদেশী শক্তির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছে।' কী অদ্ভুত যুক্তি। বিদিশার যদি সেই দক্ষতাই থাকতো তাহলে তাকে আর এভাবে জেলের ভেতর থাকতে হতো না।

সুচতুর এরশাদ বিদিশাকে ব্যবহার করেছেন ল্যাবরেটরির গিনিপিগের মতো। প্রয়োজন শেষে ছুঁড়ে ফেলেছেন। বিদিশাকে পাওয়ার জন্য দিনের পর দিন কাব্য রচনা ও নানা গিফটে খুশি করেছেন এক সময়। এরপর বিয়ে করে রাজনীতিতে নামিয়ে দিয়েছেন। ডাবল রাজনীতির খেলায় মেতে উঠেছেন। রওশনকে সরকারি দল সামলানোর দায়িত্ব দিয়ে বিদিশাকে বলেছেন বিরোধী দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে। এরশাদ যা বলেছেন বিদিশা তাই করে গেছেন। সুযোগ বুঝে বিপদ টের পেয়ে কেটে পড়েছেন এরশাদ। বিদিশার প্রেমে পড়ে শেষ নোঙ্গরের কথা দিলেও এখন নোঙ্গর তুলে নিয়েছেন। ১৮টি মামলার যেকোনো একটির কবলে পড়ার আগেই স্ত্রীকে মামলায় দিয়ে জেলের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। মুহূর্তেই তার সমস্ত ভালোবাসা উধাও হয়ে গেলো। এরই মধ্যে তার পরবর্তী সঙ্গী নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে। আবার ভালোবাসবেন এরশাদ। হয়তো বিয়েও করবেন। এক পর্যায়ে স্বীকৃতিও মিলবে। কে হচ্ছেন পরবর্তী বিদিশা? আগামীর গিনিপিগ?

বিদিশার টাকার হিসাবে যদি গরমিল থাকে, ভারতসহ বিভিন্ন দেশ থেকে তিনি যদি সত্যি সত্যি টাকা পেয়ে থাকেন, তার অনুসন্ধান অবশ্যই হওয়া উচিত। পাশাপাশি তো এটাও অনুসন্ধান হওয়া উচিত যে, এরশাদের টাকার উৎস কী? সারা জীবন চাকরি এবং ৯ বছর প্রেসিডেন্ট থেকে কত টাকা আয় করেছেন তিনি? তার অবৈধ আয়ের পরিমাণ অনুসন্ধান করা কী সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না? বিদিশার অ্যাকাউন্টে যে পরিমাণ টাকার কথা বলা হচ্ছে সেই টাকা যে এরশাদের নয়, তার প্রমাণ কী? এটা কেন অনুসন্ধান করা হচ্ছে না।

সরকার যদি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধান না করে তার কঠিন মূল্য দিতে হতে পারে খালেদা জিয়ার।

এরশাদের পরিণতি লাল দালান

অনিরুদ্ধ ইসলাম

এরশাদের দায়ের করা অর্থ আত্মসাত, চুরি এবং পাসপোর্ট জালিয়াতির মামলায় বিদিশা জামিন পেলেও জেলগেট থেকে তাকে আবারো পুলিশ গ্রেপ্তার দেখিয়েছে। পাসপোর্ট জালিয়াতির মামলায় জামিনের বিষয় গত ১৩ জুন সকাল ৯টায় নিম্ন আদালতে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। আদালত বিদিশাকে জামিন দেয়। বিকাল ৫টার দিকে আদালতের রায় জেলে এসে পৌঁছে। পরে জেল কর্তৃপক্ষ

পরিকল্পিতভাবে কালক্ষেপণ করতে থাকে। পুলিশ জানায়, এরশাদের দায়ের করা ডাকাতি মামলায় বিদিশাকে শোন অ্যারেস্ট দেখান হচ্ছে। সৌদি আরবে যাবার দিন এরশাদ এ মামলা দায়ের করে গেছে। সাবেক সামরিক স্বৈরশাসক এরশাদের এ আচরণ তার অতীতের নির্মমতাকে হার মানিয়েছে। এরশাদ যে কত ধুর্ত আবারো জাতির কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ফুটে উঠেছে গণতন্ত্রের লেবাসে সাবেক সামরিক জান্তার রূপ।

বস্তুত আগামী জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই এই বিদিশা নাটকের সূত্রপাত্র। রাজনৈতিক অঙ্গনে বেশ কিছুদিন ধরে হিসাব চলছিল যে, আগামী নির্বাচনে যে জোট হবে তাতে যে পক্ষে এরশাদ থাকবে সে পক্ষই জয়ী হবে। নির্বাচনী অঙ্কবিদরা বিগত দিনের নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করে এমনই মত প্রকাশ করছিলেন। অবশ্য রাজনীতির পাল্লায় যে ভোটের অঙ্ক পাল্টে যায় সে হিসাব তারা কখনোই করেননি, এখনো করেন না। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন তার প্রমাণ। এদিকে এই সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনেই জোট সরকারকে এরশাদকে তাদের পক্ষে পেতে মরিয়া করে তোলে। এরশাদ তার এই নির্বাচনীর দাম জেনেই কোনো পক্ষেই যাচ্ছিলেন না। সংবাদপত্রে নির্বাচন সম্পর্কে

তার ভাবনা সম্পর্কে লেখা নিবন্ধে তিনি এ ব্যাপারে এক ধরনের নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখার কথা বলেন। অন্যদিকে জাতীয় পার্টির সভাসমূহে তিনি প্রকাশ্যেই দাবি করতে থাকেন যে তাকে বাদ দিয়ে আগামী দিনে কেউ সরকার করতে পারবে না।

এই অবস্থায় বিএনপি জোটের জন্য এরশাদের সমর্থন খুব জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। তারা জাপার অভ্যন্তরে তাদের লোক ও গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টের মাধ্যমে জানতে পারে যে আওয়ামী জোটের পক্ষেই এরশাদের চলে যাওয়ার সম্ভাবনা। এবং এ ক্ষেত্রে তার স্ত্রী বিদিশার মাধ্যমে তিনি যোগাযোগ রাখছেন। বিদিশাকে দিয়ে আন্তর্জাতিক কানেকশনগুলোও তিনি বজায় রাখছেন। আর এই আন্তর্জাতিক কানেকশনের মূল হচ্ছে ভারত। তবে পাকিস্তানও আছে এই সঙ্গে। বিদিশার মাধ্যমে এরশাদের সঙ্গে পাকিস্তানি কানেকশনটি দৃঢ় হওয়ার কারণে জোটের নীতিনির্ধারকরা আরো বিচলিত হয়ে ওঠেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত মানজার শফিকের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের কাছে বাংলাদেশ সরকার যে নালিশ জানান তার পেছনে এই এরশাদ-বিদিশা ফ্যাক্টরও কাজ করেছে। এই পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতই ভারতীয় হাইকমিশনার বীণা সিক্রির পরপরই শিকদার মেডিকেল হাসপাতালে বিদিশাকে দেখতে গিয়েছিলেন। জোটের কর্মকৌশলরা আপাতত পাকিস্তানি এই ফ্যাক্টরকে দূরে সরিয়ে রেখে বিদিশার বিরুদ্ধে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার এবং তাদের মাধ্যমে বিদেশের ব্যাংকে টাকা রাখার অভিযোগ নিয়ে এসে এরশাদের ওপর চাপ প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। এই কৌশল অনুসারে এরশাদকে বলা হয় যে, হয় বিদিশাকে বিদেশে পাঠাতে হবে, না হয় তাকে ত্যাগ করতে হবে। অথবা এরশাদকে ঝুলে থাকা দুর্নীতি মামলার জন্য জেলে যেতে হবে। এরশাদ তার সমূহ বিপদ বুঝতে পেরে বিদিশাকেই ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। অবশ্য তার এই সিদ্ধান্তের পেছনে আরেকটি নতুন প্রেমের কাহিনীও আছে। সম্প্রতি তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া তরুণী 'মল্লিকার' প্রেমে মজেছেন এবং তাকে বিয়ে করতে চান বলে বাজারে গুজব চলছে মাসাধিককাল থেকে।

তবে এরশাদ-বিদিশা কাহিনী এরশাদের জন্য ব্যুমেরাং হয়ে আসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিদিশা গোয়েন্দাদের প্রশ্নোত্তরে বলেছে, সে যা করেছে এরশাদের নির্দেশে এবং তার জানা মতে করেছে। ডুপ্লিকেট যে পাসপোর্টের জন্য তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে সেটাও এরশাদ করিয়ে দিয়েছে। সুতরাং কোনো মামলা হলে এরশাদ তাতে জড়িয়ে যাবেন। আর বিদিশার যদি কোনো বিদেশী সংস্থার কানেকশন থাকে তবে তারা এরশাদকে

এরশাদ-বিদিশা কাহিনী এরশাদের জন্য ব্যুমেরাং হয়ে আসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিদিশা গোয়েন্দাদের প্রশ্নোত্তরে বলেছে, সে যা করেছে এরশাদের নির্দেশে এবং তার জানা মতে করেছে। ডুপ্লিকেট যে পাসপোর্টের জন্য তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে সেটাও এরশাদ করিয়ে দিয়েছে। সুতরাং কোনো মামলা হলে এরশাদ তাতে জড়িয়ে যাবেন

ছাড়বে কেন। এরশাদ জোটের দিকে চলে যেতে চাইলে বিদিশাকে মুখ খোলানো হবে।

আর এ কারণেই জোটের নীতিনির্ধারকরা এরশাদকে হাতে রাখতে তাকে গ্রেপ্তার করার চিন্তা করছেন। এরশাদকে বন্দি করে রেখে রওশন এরশাদ ও কাজী জাফরকে দিয়ে জাতীয় পার্টিকে তারা চারদলের জোটের সঙ্গী করবে। রওশন এরশাদ খালেদা জিয়ার সঙ্গে সন্ধি করেই বসে আছেন। এখন কাজী জাফরকে দিয়ে জাতীয় পার্টিকে সাংগঠনিকভাবে গুছিয়ে ঘরে তোলার ব্যবস্থা। জেলে আটক এরশাদের তখন চারদলীয় জোটের সঙ্গে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। কারণ ঐ নির্বাচনী ফলাফলের ওপর তখন তার মুক্তি নির্ভর করবে। এরশাদ এই বয়সে এখন আর জেলে যেতে রাজি নন। সুতরাং তাকে গ্রেপ্তার করা হলে অথবা গ্রেপ্তারের ভয় দেখানো হলে তিনি সুড় সুড় করে জোটের পক্ষে এসে দাঁড়াবেন বলে সরকারি মহলের ধারণা। এ ক্ষেত্রে বিদিশাও যদি কোনো কিছু ফাঁস করে দিয়ে এরশাদকে বেকায়দায় ফেলতে চায় সেটাও কার্যকর হবে না।

এদিকে বিরোধী আওয়ামী লীগ শিবির এরশাদ-বিদিশার ঘটনায় কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা প্রথম কয়েকদিন একদম নিশ্চুপ ছিলেন। পরে তিনি বিদিশার বিরুদ্ধে নির্যাতন করার জন্য খালেদা জিয়াকে দায়ী করে কথা বলেন। বিশেষ করে তিনি বলেছেন যে, জোট সরকার ক্ষমতার জন্য কতখানি নিচে নামতে পারে বিদিশা ঘটনা তার প্রমাণ। কিন্তু তিনি এরশাদ বা জাতীয় পার্টির বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেননি। তার দলের কেউও এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। এর থেকে বোঝা যায়, আওয়ামী লীগ এরশাদকে এখনো তাদের পক্ষে পেতে আগ্রহী। আর সে কারণে তারা অপেক্ষা করছে পরিস্থিতি কি দাঁড়ায় সেটা বোঝার জন্য। অবশ্য আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই জাতীয় পার্টির এমপিদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। এরশাদের ভূমিকায় নির্বাচন নিয়ে চিন্তিত এই জাতীয় পার্টির এমপিরা প্রয়োজনে দল ভেঙে আওয়ামী লীগের সঙ্গে যেতে চায়। সে নিয়ে তারা নিজেরা কথা বলেছে। তবে এ ক্ষেত্রে তারা মনোনয়নের নিশ্চয়তা চায়। এরশাদের ভাই জিএম কাদের দলের এই অংশে রয়েছেন। তবে তিনি দল নিয়েই আওয়ামী লীগের নির্বাচনী সমঝোতায় যেতে বেশি আগ্রহী। এরশাদ গ্রেপ্তার হলে জিএম কাদের একাই আওয়ামী লীগের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতার ইস্যু হিসেবে দাড় করাতে চাইবেন। সেই হিসাবে এরশাদ এখন উভয় সংকটে। অবশ্য এরশাদকে এই সংকট থেকে মুক্ত করার জন্য কাজী জাফর ইতিমধ্যে মাঠে নেমেছেন। তিনি দলের নেতা-কর্মীদের নিয়ে সভা করে দাবি করেছেন যে এরশাদ-বিদিশার ব্যাপারটা সম্পূর্ণই ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যাপার। এতে জাতীয় পার্টির রাজনীতির কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। কাজী জাফর জোর দিয়েই বলেছেন যে আগামীতে জাতীয় পার্টিকে বাদ দিয়ে কেউ সরকার করতে পারবে না। এভাবেই তিনি এরশাদের মনোবল অটুট রাখতে চাইছেন। কাজী জাফর জানিয়েছেন যে এরশাদ ফিরলে তাকে বিমানবন্দরে রাজসিক সংবর্ধনা দেয়া হবে এবং ৬টি বিভাগে বিশাল সমাবেশের আয়োজন করা হবে।

চামচা পরিবেষ্টিত লাম্পট্যের প্রতীক এরশাদের রাজনৈতিক মৃত্যু হলো কি না সেটা দেখার বিষয়। সামগ্রিক ঘটনায় এরশাদের পরিণতি ভালো হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। জোট সরকারের মূল লক্ষ্য বিদিশা নয়। সরকারের ইচ্ছে এরশাদকে শেষ করে দেয়া। কারণ এরশাদকে বিশ্বাস করা যায় না। এরশাদকে বিশ্বাস করা হবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ভুল করা- এটা সরকার করতে চায় না। যে মামলা এরশাদ আজ বিদিশার বিরুদ্ধে করছে তদন্তে যা বেরিয়ে আসছে, তাতে যদি এরশাদও আসামি হয়- অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। এরশাদের পরিণতি হবে আবার সেই লাল দালান। সেটাই সম্ভবত বাংলাদেশের জন্য মঙ্গলজনক। কিছুটা হলেও দূষণের হাত থেকে রক্ষা পাবে দেশ।